দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 22 OCT 2007 পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

২৬ অক্টোবর ১৪ মেডিক্যাল কলেজের ভর্তি পরীক্ষা ॥ প্রতারক চক্র তৎপর

কবির আহমেদ খান ॥ ফার্মগেটের এক মেডিক্যাল ভর্তি কোচিং সেন্টারের ছাত্র ফারুক, তার বন্ধু সোহেলও একই সেন্টারের ছাত্র। সোহেল অবস্থাসম্পন্ন ঘরের ছেলে। পড়াশোনা-কোচিংয়ের প্রতি কম মনোযোগী বলে সে বিকল্প পন্থায় মেডিক্যালে ভর্তির সুযোগ খুঁজতে থাকে। পেয়েও যায় সে মতো, সেন্টারের সঙ্গে এক ব্যক্তি তাকে দু'লাখ টাকার বিনিময়ে ভর্তি করে দেবে বলে আশ্বাস দেয়। বায়না হিসাবে কিছু টাকাও সে দিয়েছে। পরীক্ষার আগেই প্রশ্নপত্র পেয়ে যাবে বলে তাকে আশ্বাস দেয়া হয়েছে। এই খবর সে তার বন্ধু ফারুককে জানালে সে বাসায় বন্ধুর ভর্তি নিশ্চিত বলে জানায়। সেও আবদার করে বসে টাকার, কিন্তু তার ভাল রেজাল্টের কথা বলে অভিভাবকরা পার পাচ্ছেন না। কোনভাবেই মানাতে পারছেন না তাকে। এই ধরনের অভিযোগ ও খবর দেশের সরকারী মেডিক্যাল কলেজগুলোতে ভর্তি পরীক্ষার সপ্তাহখানেক আগে জোরেশোরেই ছড়াচ্ছে। অভিভাবকরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছেন। এতে ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে চাইছেন না।

এই ধরনের অভিযোগকে সরাসরি নাকচ করে দিয়েছেন মেডিক্যাল কলেজের ভর্তি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান সরকারের স্বাস্থ্য অধিদফতর। অধিফতরের পরিচালক (মেডিক্যাল এডুকেশন) অধ্যাপক ডা. শেফায়েত উল্লাহ বলেছেন, এটা কোনভাবেই সম্ভব নয়। শিক্ষার্থীদের উচিত শুধু পরীক্ষার প্রস্তুতিতে মনোযোগী হওয়া। একশ্রেণীর ডাক্তার নামধারীরা কোচিং সেন্টার খুলে ছাত্রদের কাছ থেকে ব্যবসা করতে চাইছে। অভিভাবক ও ছাত্র-ছাত্রীদের সতর্ক করে বলেছেন, এই ধরনের প্রতারণার ফাঁদে যাতে কেউ পা না দেয়।

আগামী ২৬ অক্টোবর শুক্রবার একযোগে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে দেশের ১৪টি মেডিক্যাল কলেজের ভর্তি পরীক্ষা। এবার প্রতিটি আসনের বিপরীতে ১১ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশ নেবে। অর্থাৎ প্রায় ২২০০ আসনের জন্য লড়াই করবে ২৪ হাজার ২শ' ৩৮ জন পরীক্ষার্থী। সকাল ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত এক ঘণ্টা পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এবারই প্রথম মেডিক্যালের ভর্তি পরীক্ষায় প্রতি চারটি ভুল উত্তরের জন্য এক নম্বর করে কাটা যাবে।

জানা গেছে, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে, সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ইডেন কলেজে এবং বেগম খালেদা জিয়া মেডিক্যালের পরীক্ষা হবে তেজগাঁও কলেজে। এ ছাড়া কুমিল্লা মেডিক্যাল কলেজের পরীক্ষা কলেজ ভবন ছাড়াও স্থানীয় জিলা স্কুলে অনুষ্ঠিত হবে। অন্য মেডিক্যাল কলেজের পরীক্ষা স্ব স্ব কলেজ কেন্দ্রেই অনুষ্ঠিত হবে।

এদিকে মেডিক্যাল কলেজের ভর্তি পরীক্ষাকে সামনে রেখে রাজধানীসহ বিভিন্ন শহরের ভর্তি কোচিং সেন্টারগুলোর সঙ্গে জড়িত একশ্রেণীর অসাধু ব্যক্তিবর্গ সচ্ছল ঘরের ছেলেদের টার্গেট করে প্রশ্নপত্র পাওয়া ও ভর্তির নিশ্চয়তার লোভ দেখিয়ে অর্থ বাণিজ্য করার তৎপরতা করছে বলে অভিভাবক ও পরীক্ষার্থীরা অভিযোগ করছেন। তাঁদের বক্তব্য হচ্ছে, গত বছরও প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ উঠেছিল এবং অনেক কম মেধাসম্পন্ন ছাত্র মেডিক্যালে ভর্তি হয়েছে। এ নিয়ে পরবর্তীতে আন্দোলন করেও কোন লাভ হয় না। তাই আগে থেকেই সংশ্লিষ্টদের সতর্ক হওয়া উচিত। কোচিং সেন্টারগুলোর প্রতি সতর্ক দৃষ্টি দেয়া উচিত।

একটি সূত্র বলছে, একশ্রেণীর প্রতারক চক্র কোচিংয়ে ভর্তি হওয়া মেধাবী ছাত্রদের প্রথমে টার্গেট করে। এরপর তাদের প্রশ্নপত্র পরীক্ষার আগেই পাওয়ার কথা বলে মোটা অঙ্কের অর্থ নেয়। কোমলমতি ছেলে-মেয়েরা নিজেদের মেধার ওপর আস্থা রাখতে চায় না, তারা প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতিতে আরও নিশ্চিত হতে চায়। যার কারণে বাবা-মাকে চাপ দিয়ে টাকা আদায় করে। যাদের আর্থিক অবস্থা সুবিধাজনক নয় তারা হয়ত এই পথে পা বাড়ায় না। কিন্তু হতাশা কাজ করে। এভাবে টাকা আদায় করে নেয় প্রতারক চক্র। ভর্তি পরীক্ষা শেষে দেখা যায় অনেকেই হয়ত নিজের মেধাতেই চান্স পেয়েছে। কিন্তু ফায়দা লুটেছে ওই প্রতারক চক্র। যারা চান্স পায়নি তাদের টাকা ফেরত দিয়েও দিতে পারে। এতে প্রতারক চক্রের প্রতি আস্থাও নষ্ট হলো না ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের। এ রকম ঘটনার কথা স্বাস্থ্য অধিদফতরের পরিচালক ডা. শেফায়েত উল্লাহ নিজেও স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন, এই ধরনের প্রতারকদের কথায় কোনভাবেই যেন কোন অভিভাবক কান না দেন। তাদের নজরে এলেই তাদের ধরিয়ে দেয়ার আহ্বান জানান তিনি।

স্বাস্থ্য অধিদফতর সূত্র জানায়, দেশের ১৪টি সরকারী মেডিক্যাল কলেজে মোট আসন হচ্ছে ২ হাজার ৬০টি। মুক্তিযোদ্ধা কোটায় আসন হচ্ছে ৪০ এবং উপজাতি কোটায় ২০টি আসন রয়েছে। ২ হাজার সাধারণ আসনের মধ্যে শতকরা ২০ ভাগ হচ্ছে জেলা কোটা। এর বাইরে প্রতি শিক্ষাবর্ষে দেশের সরকারী মেডিক্যাল কলেজে বিদেশী শিক্ষার্থীদের জন্য ৮০টি আসন রয়েছে।

এদিকে দেশের ১৪ সরকারী মেডিক্যাল কলেজের পরই শুরু হবে ২৫ বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ এবং ৮টি ডেন্টাল কলেজের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ ও ডেন্টাল মিলিয়ে প্রায় তিন হাজার আসন রয়েছে।